আজকের কাগজ

তারিখ 29 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ছাত্র ধর্মঘট পালিত

কাগজ প্রতিবেদক ঃ সাধারণ ছাত্রছাত্রী অধিকার সংরক্ষণ কমিটির আহ্বানে গতকাল শান্তিপূর্ণভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শেখ আনসার আলীর অনার্স ডিগ্রী বাতিল ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে এ ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। ধর্মঘট চলাকালীন কলাভবন, কার্জন হল, এ্যানেক্স ভবন, প্রশাসনিক ভবন বন্ধ ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িগুলোও চলাচল করেনি। শিক্ষকরা ক্লাস নিতে এসে ফিরে গেছেন। ধর্মঘট চলাকালীন ছাত্ররা ক্যাম্পাসে মিছিল করে এবং শিক্ষক সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।

বিকেলে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ কমিটি মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে তারা শনিবার প্রক্টর ও ডীনের কার্যালয়, শিক্ষক লাউঞ্জে শিক্ষক কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনাকে 'এক দল বহিরাগত উচ্ছৃংখল সমর্থকদের' কাজ বলে উল্লেখ করেন এবং এই ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। সংবাদ সম্মেলনে নেতারা ১১ দফা দাবি পেশ করে। দাবিগুলো হলো শেখ আনসার আলীর অনার্স সার্টিফিকেট বাতিলের আদেশ প্রত্যাহার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৭৩ অধ্যাদেশের ৮(৬) ধারার সংশোধন, ৪২(১) (ক) ধারা ও ৫৩(৩) ধারার বাস্তবায়ন করা, শিক্ষক সমিতি গত ২০ দিন কর্মবিরতি অবৈধ এবং কর্মবিরতি চলাকালীন সময়ের বেতনের অর্থ কেটে নেয়া, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগগুলোর একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা। সংবাদ সম্মেলনে কয়েকজন ছাত্র শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ আনেন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও সন্ধ্যায় ক্লাব লাউঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে, লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ সাইদুর রহমান। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সংগঠনের সভাপতি ডঃ এসএম এ ফায়েজ, সহসভাপতি ডঃ শাহাদত আলী, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, ডঃ হারুন-অর-রশীদ। এ সময় ডঃ রঙ্গলাল সেন, মোস্তফা চৌধুরী, শরীফুল্লাহ ভূইয়াসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, শেখ আনসার আলী ভালো কি খারাপ ছাত্র সেটি বিবেচ্য নয়, সে শিক্ষকের ওপর হামলা করে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তিতে আঘাত করেছে এবং সে সন্ত্রাসী। অতএব তার অপরাধকে লঘু বলে গ্রহণ করা যায় না। কোনো চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেনো নতি স্বীকার না করে সেদিকেও শিক্ষক সমিতি খেয়াল রাখছেন বলে উল্লেখ করেন। সংবাদ সম্মেলনে তারা ভাঙচুর চলাকালে পুলিশের ভূমিকার নিন্দা এবং শিক্ষকদের নিরাপত্তা বিধানে ছাত্রদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। শিক্ষকরা শনিবার ভাঙচুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তিও দাবি করেন। শিক্ষক নেতারা শেখ আনসার আলীর বিভিন্ন সময়ের অনিয়মের কিছু প্রমাণপত্রও সাংবাদিকদের দেখান।